১৫৮-৭৭

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/যশোর-১৭৪/২০৬১(৫) তারিখঃ ০৫/১১/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ **রিট পিটিশন নং- ১৩৬০৮/২০১৭ এর আদেশ অনুযায়ী Annexure -E নিস্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ নং-বামাশিবো/প্রশাসন/যশোর-১৭৪/২০৪৮/৫; তারিখঃ ১৮/১০/২০১৭খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাশেম মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ১৩৬০৮/২০১৭ এর আদেশ অনুযায়ী Annexure -E নিস্পত্তির লক্ষ্যে সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারসহ পূর্ণ বেতন-ভাতাদি প্রদানের জন্য কাগজপত্রসহ আবেদন করেন।

রিট পিটিশন নং- ১৩৬০৮/২০১৭ এর আদেশ অনুযায়ী Annexure -E নিস্পত্তির লক্ষ্যে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সুপার এবং সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেমকে স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য, সমর্থনীয় কাগজপত্র ও মামলার মূল সার্টিফাইড কপিসহ ২৩/১০/২০১৭খ্রিঃ তারিখ বোর্ডে উপস্থিত থাকার জন্য সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে পত্র দেয়া হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সুপার এবং সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম বোর্ডে উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য, সমর্থনীয় কাগজপত্র ও মামলার মূল সার্টিফাইড কপি দাখিল করেছেন।

সাময়িক বরখাস্তের বিষয়ে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বোর্ডকে জানান যে, যশোর এর কেশবপুর থানার এফআর নং-১৫; তারিখঃ ২০/০২/২০১৬ ইং জিআর নং-১৭৭; ২০/০৭/২০১৬ ইং এসজিআর নং-০৪; তারিখঃ ২০/০৭/২০১৬ সময় ১৬:১৫ মিনিট ধারা-৪/৬ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, তৎসহ ১৬(২)/২৫- ডি ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে নাশকতা মামলায় সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে প্রেরিত হলে তাকে ০৫/০৫/২০১৭খ্রিঃ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ম্যানেজিং কমিটি ১১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বরখাস্তের অনুমোদন করে। তিনি জানান, মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ৩৬৫৭/২০১৫ এর রায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে ৬০ দিনের বেশি সাময়িক বরখাস্ত না রাখার নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু উক্ত সুপার নাশকতার মামলায় আসামী। তিনি আরও জানান যে, উক্ত সুপারকে ইতোপূর্বেও একাধিকবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অনৈতিক ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগের কারণে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি ইতোমধ্যে ১১/১০/২০১৭খ্রিঃ তারিখে বিভাগীয় মামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

অপরদিকে সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম তার বক্তব্যে জানান যে, তিনি মামলার এজাহারভুক্ত আসামী নয়। ২০১৬ সালে পেন্ডিং মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৭ দিন পর তিনি জামিন লাভ করেন; কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করে অদ্য পর্যন্ত বরখাস্ত আদেশ বহাল রেখেছে। তিনি মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ৩৬৫৭/২০১৫ এর রায়ের আলোকে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর এর নিকট আবেদন করলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শুনানীর জন্য দিন ধায্য করেন কিন্তু সভাপতি তার আহবানে গুরুত্ব না দিয়ে শুনানীতে উপস্থিত হননি। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং- ১৩৬০৮/১৭দায়ের করেন।

ভারপ্রাপ্ত সুপার তার বক্তব্যে বলেন যে, উক্ত দিনের শুনানীতে তাঁর নিজের কোন বক্তব্য নেই। শুনানী গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ ও ম্যানেজিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা তিনি মেনে নিবেন।

সকল পক্ষের স্ব-স্ব বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক দেখা যায় যে, সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম এর সাময়িক বরখাস্ত করার পূর্বে যে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে-

ক) নাশকতা মামলার আসামী, যার নং- ১৫; তারিখঃ ২০/০৭/২০১৬;
খ) কর্তৃপক্ষের আদেশ নিষেধ অমান্য করা;
গ) মাদ্রাসার স্বার্থ ও রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন নিয়ে গোপনে বৈঠক করা; এবং
ঘ) নাশকতাসহ রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকা।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে যে সকল কাগজপত্র দাখিল করেছেন তাঁতে সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিধি মোতাবেক তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করার কোন প্রমাণ নেই। সুপারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নং- ১৫/২০১৬ তে পুলিশ কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দাখিলী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। উক্ত মামলার চার্জসিট এখনোও দাখিল করা হয়নি। তাছাড়া দাখিলকৃত এজাহার যাচাই করে সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম এর নাম এজাহার কপিতে উল্লেখ নেই মর্মে লক্ষ্য করা গেছে।

বর্ণিত অবস্থায়, সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম কে সাময়িক বরখাস্ত করার পর দীর্ঘদিন যাবৎ বিধি মোতাবেক তদন্ত করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ৩৬৫৭/২০১৫ এর রায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের (দাখিল ও ইলম) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে ৬০ দিনের বেশি সাময়িক বরখাস্ত না রাখার নির্দেশনা থাকায় এবং জনাব মোঃ আবুল কাশেম কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ১৩৬০৮/১৭ আদেশ এর প্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেম এর সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার ও বেতন-ভাতাদি পরিশোধপূর্বক বোর্ডকে অবহিত করার জন্য ম্যানেজিং কমিটি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারকে অনুরোধ করা হলো। পাশাপাশি ১৫/২০১৬ নং মামলায় সুপার জনাব মোঃ আবুল কাশেমকে চার্জসিট ভুক্ত আসামী করা হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বোর্ডকে অবহিত করার জন্যও ম্যানেজিং কমিটি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারকে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ

১) সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-ভাল্লুকঘর, কেশবপুর, যশোর।
২) সুপার (ভারপ্রাপ্ত), রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-ভাল্লুকঘর, কেশবপুর, যশোর।
৩) জনাব মোঃ আবুল কাশেম, সুপার (সাময়িক বরখাস্ত), রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-ভাল্লুকঘর, কেশবপুর, যশোর।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/যশোর-১৭৪/২০৬১(৫) তারিখঃ ০৫/১১/২০১৭খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১. জেলা প্রশাসক, যশোর।
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর।
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর।
৪. পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪